SATISH CHANDRA MEMORIAL SCHOOL

SESSION: 2026-27 SUBJECT – 2ND LANGUAGE BENGALI

CLASS VI CLASS TEST – CASE STUDY

TIME: 30 MINUTES FULL MARKS: 14

---

১. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পাঠ করে অনুচ্ছেদের সঙ্গে দেওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। ১x৭=৭

শক্তিনাথ আর মুক্তিনাথ দুই ভাই। যে পাড়ায় থাকেন তার নাম জেলে বস্তি। তাঁর বাড়ি খুব মস্ত। সামনে নদী, পিছনে বড় রাস্তা। তাঁর দারোয়ান শত্রু সিং আর আক্রম মিশ্র রোজ সকালে কুস্তি করে। শক্তিনাথ-বাবুর চাকরের নাম অক্রুর। তাঁর বড়ো ছেলের নাম বিক্রম। ছোটো ছেলের নাম শত্রুনাথ। শক্তিবাবু তাঁর নৌকো লাল রঙ করে নিলেন। তার নাম দিলেন রক্তজবা। তিনি মাঝে মাঝে নৌকোয় করে কখনো তিস্তা নদীতে, কখনো আত্রায় নদীতে, কখনো ইছামতীতে বেড়াতে যান। একদিন অঘ্রান মাসে পত্র পেলেন, বিপ্রগ্রামে বাঘ এসেছে। শিকারে যাত্রা করলেন। সেদিন শুক্র বার। শুক্লপক্ষের চন্দ্র সবে অস্ত গেছে। আক্রম বন্দুক নিয়ে চলল। আর দুটো বল্লম ছিল। সিন্দুকে ছিল গুলি বারুদ। নদীতে প্রবল স্রোত। বেলা যখন দুই প্রহর, নৌকো নন্দগ্রামে পৌঁছল। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে। এক ভদ্রলোক খবর দিলেন, কাছেই বন্দীপুরের বন, সেখানে আছে বাঘ।

শক্তিবাবু আর আক্রম বাঘ খুঁজতে নামলেন। জঙ্গল ঘন হয়ে এল। ঘোর অন্ধকার। কিছু দূরে গিয়ে দেখেন এক পোড়ো মন্দির। জনপ্রাণী নেই। শক্তিবাবু বললেন, এইখানে একটু বিশ্রাম করি। সঙ্গে ছিল লুচি, আলুর দম আর পাঁঠার মাংস। তাই খেলেন। আক্রম খেল মাখন, চাটনি আর রুটি। তখন বেলা পড়ে আসছে। গাছের ফাঁক দিয়ে বাঁকা হয়ে রৌদ্র পড়ে। প্রকাণ্ড অর্জুন গাছের উপর কতকগুলো বাঁদর; তাদের লম্বা লেজ ঝুলছে। শক্তিবাবু কিছু দূর গিয়ে দেখলেন, একটা ছোটো সোঁতা। তাতে এক-হাঁটুর বেশি জল হবে না। তার দারে বালি। সেই বালির উপর বড়ো বড়ো থাবার দাগ। নিশ্চয় বাঘের থাবা। শক্তিবাবু ভাবতে লাগলেন, কী করা কর্তব্য। অঘ্রান মাসের বেলা। পশ্চিমের সূর্য অস্ত গেল। সন্ধ্যা হ'তেই ঘোর অন্ধকার। কাছে তেঁতুল গাছ। তার উপরে দুজনে চড়ে বসলেন। গাছের গুঁড়ির সঙ্গে চাদর দিয়ে নিজেদের বাঁধলেন, পাছে ঘুম এলে প'ড়ে যান। কোথাও আলো নেই। তারা দেখা যায় না। কেবল অসংখ্য জোনাকি গাছে গাছে জ্বলছে।

প্রশ্নাবলী:

ক) রাতের অন্ধকারে চাঁদ, তারা আর বৈদ্যুতিক যন্ত্র ছাড়া আলো দেয়-

(মৌমাছি/ মাছি/ জোনাকি/ প্রজাপতি)।

খ) জেলেবস্তিতে থাকেন –

(শক্তিনাথ/ মুক্তিনাথ/ উভয়েই/ কেউ না)।

গ) মন্তব্য: বালির উপর বড়ো থাবার দাগ ছিল।

কারণ: বাঘের মতো কোন জন্তু সেখান দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল।

(মন্তব্য ঠিক ও কারণ ভুল/ মন্তব্য ও কারণ উভয়ই ভুল/ মন্তব্য ভুল ও কারণ ঠিক/ মন্তব্য ও কারণ উভয়ই ঠিক)।

ঘ) মন্তব্য: শক্তিনাথ গাছের গুড়ির সাথে নিজেকে বেধে নিয়েছিলেন।

কারণ: ঘুমিয়ে পড়লে গাছ থেকে পরে যাবার ভয় ছিল।

(মন্তব্য ঠিক ও কারণ ভুল/ মন্তব্য ও কারণ উভয়ই ভুল/ মন্তব্য ভুল ও কারণ ঠিক/ মন্তব্য ও কারণ উভয়ই ঠিক)।

ঙ) আলোচ্য অংশে কয়টি নদীর নাম উল্লেখ আছে?

চ) শক্তিনাথ বাবুর চাকরের নাম কী?

ছ) 'নদী' শব্দটির লিঙ্গ পরিবর্তন কর।

২. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পাঠ করে অনুচ্ছেদের সঙ্গে দেওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। ১x৭=৭

কম্পিউটারের আবিষ্কার আধুনিক প্রযুক্তির একটি বড় অগ্রগতি। ব্রিটিশ গণিতবিদ চার্লস ব্যাবেজকে আধুনিক কম্পিউটারের দিশারি মনে করা হয়। এটি আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এটি আবিষ্কারের প্রথম দিকে কেবল গণনার কাজে ব্যবহার হতো। কিন্তু বর্তমানে বাস্তব জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে এর ব্যবহার নেই। এটিকে মানুষের মস্তিষ্কের বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কম্পিউটার সকল শাখার জটিল সব ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম। কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি কম্পিউটার এমন হিসাব-নিকাশ করতে পারে যা সম্পাদনে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গণিতজ্ঞের কয়েক বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। সুপার কম্পিউটারগুলো লক্ষ লক্ষ গাণিতিক সমস্যা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সমাধান করতে পারে। কোনো দ্বিধা ছাড়াই এটি একই সময়ে অনেকগুলো কার্যক্রম চালাতে পারে। আজকাল কম্পিউটার অত্যাধুনিক ও উন্নত হয়েছে। এটিকে বিভিন্ন জটিল কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি ইতিমধ্যেই শিল্পকারখানা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি ব্যবসা চালাতে পারে, দাবা খেলতে পারে এমনকি সংগীতও সৃষ্টি করতে পারে। এটি আমাদের জীবনে এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এর সফল প্রয়োগে অতি সহজেই আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি। শতাব্দীর এ বিস্ময়কর আবিষ্কারটিই সমস্যাসংকুল এ দেশের মানুষকে আঁধার থেকে আলোতে আনার পথ দেখাবে। আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মকে কম্পিউটারের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারলে দেশের উন্নয়ন তরান্বিত হবে।

প্রশ্নাবলী:

ক) কম্পিউটারের জনক কাকে বলা হয়?

(ড. জর্জ মৌসুলী/ জন ভন নিউম্যান/ চার্লস ব্যাবেজ/ এস. মিল্টন)।

খ) বর্তমান কম্পিউটার কী করতে পারে?

(ব্যবসা চালাতে পারে/ দাবা খেলতে পারে/ সংগীত সৃষ্টি করতে পারে/ সবকটিই করতে পারে)।

গ) মন্তব্য: কম্পিউটারকে মানুষের মস্তিষ্কের বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

কারণ: কম্পিউটার সকল শাখার জটিল সব ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম।

(মন্তব্য ঠিক ও কারণ ভুল/ মন্তব্য ও কারণ উভয়ই ভুল/ মন্তব্য ভুল ও কারণ ঠিক/ মন্তব্য ও কারণ উভয়ই ঠিক)।

ঘ) মন্তব্য: কম্পিউটার আমাদের জীবনে এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

কারণ: কম্পিউটারের সফল প্রয়োগে অতি সহজেই আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি।

(মন্তব্য ঠিক ও কারণ ভুল/ মন্তব্য ও কারণ উভয়ই ভুল/ মন্তব্য ভুল ও কারণ ঠিক/ মন্তব্য ও কারণ উভয়ই ঠিক)।

ঙ) কীভাবে আমাদের দেশের উন্নয়ন তরান্বিত হবে?

চ) কম্পিউটার একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গণিতজ্ঞের চেয়ে ভালো কেন?

ছ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর – ‘অত্যাধুনিক’।